বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
৮৩-৮৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
ক্রেডিট বিভাগ
ফোন-৯৫৫০৪০৩, ই-মেইল dgmlad1@krishibank.org.bd

মুজিববর্ষের প্রতিশ্রুতি
আর্থিক খাতের অগ্রগতি

নং-বিকেবি-প্রকা/ক্রেবি(শাখা-৩)প্রক্রেবি-৩(৩৯)/২০১৯-২০২০/ ১১২৬(১২৫০) তারিখঃ ০৩.০৫.২০২০

মহাব্যবস্থাপক, বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ/স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা।
উপ-মহাব্যবস্থাপক, কর্পোরেট শাখাসমূহ।
সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক।
সকল শাখা ব্যবস্থাপক (মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে)
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

বিষয় ঃ **নভেল করোনা ভাইরাসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের পুনঃঅর্থায়ন স্কিম,২০২০ প্রসঙ্গে।**

প্রিয় মহোদয়,

শিরোনামে বর্ণিত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকার ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট এর ২০.০৪.২০২০ তারিখের এফআইডি সার্কুলার নং-০১/২০২০ এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে (কপি সংযুক্ত)।

০২। উল্লেখিত পত্রে নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) এর প্রাদুর্ভাবের কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। এর ফলে দেশের নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণ তাদের আয় উৎসারী কর্মকান্ড পরিচালনা করতে পারছেন না। গ্রামীণ অর্থনীতিতে দেশের নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অবদান অনস্বীকার্য। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের মাধ্যমে করোনা ভাইরাসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক কর্মকান্ড চলমান রাখা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিম (Revolving Refinance Scheme) গঠন করা হয়েছে। উক্ত পুনঃঅর্থায়ন স্কিম সংক্রান্ত বিস্তারিত নীতিমালা নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

১. **স্কীমের নাম** ঃ এ স্কিমের নাম হবে **"নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম, ২০২০"।**

২. **তহবিলের উৎস ও পরিমাণ** ঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল; ৩,০০০ (তিন হাজার) কোটি টাকা। তবে, প্রয়োজনীয়তার নিরিখে বাংলাদেশ ব্যাংক এ তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারবে।

৩. **স্কীমের মেয়াদ** ঃ এ স্কিমের মেয়াদ হবে ৩ (তিন) বছর।

৪. **অর্থায়নকারী ব্যাংক** ঃ বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক এ স্কিমের আওতায় অর্থায়নকারী ব্যাংক হিসেবে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। এ লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানে অর্থায়নে আগ্রহী তফসিলি ব্যাংককে বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট-এর সাথে একটি অংশগ্রহণমূলক চুক্তি (Participation Agreement) সম্পাদন করতে হবে।

৫. **ব্যাংক কর্তৃক অর্থায়নের জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান নির্বাচন** ঃ

(ক) এ স্কিমের আওতায় ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ (এমএফআই) গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ করবে। তফসিলি ব্যাংক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান নির্বাচনপূর্বক তাদের অনুকূলে অর্থায়ন করবে;

(খ) মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) হতে সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে;

(গ) অর্থায়নকারী ব্যাংক কর্তৃক এমআরএ হতে আবেদনকারী ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান সমূহের ঋণ/বিনিয়োগ প্রাপ্তির সক্ষমতা বিষয়ক প্রত্যয়নপত্র গ্রহণ করতে হবে;

(ঘ) প্রত্যয়নপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে এমআরএ বিদ্যমান বিধি-বিধান পরিপালনে প্রতিষ্ঠানের নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনান্তে প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বিষয়ক প্রত্যয়নপত্র প্রদান করবেঃ

- নিয়মিত ষাণ্মাসিক/মাসিক প্রতিবেদন দাখিল;
- মোট উদ্বৃত্তের ১০% দ্বারা সংরক্ষিত তহবিল গঠন;
- মোট সঞ্চয়ের ১৫% তারল্য হিসাবে সংরক্ষণ;
- ঋণ/বিনিয়োগ ক্ষতি সঞ্চিতি সংরক্ষণ;
- দায় (সঞ্চয়, গৃহীত ঋণ/বিনিয়োগ) ও সম্পদ (ঋণ/বিনিয়োগ স্থিতি) এর অনুপাত এবং সার্ভিস চার্জ আয় ও বেতন- ভাতার অনুপাতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সক্ষমতা;
- একই অঞ্চলে এ ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধার আওতায় অর্থায়নপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা;
- ব্যাংক ও অন্যান্য উৎস হতে গৃহীত ঋণ/বিনিয়োগ নিয়মিত ফেরত প্রদান;
- সুশাসন ইত্যাদি;

চলমান পাতা-২

(ঙ) অর্থায়নকারী ব্যাংক হতে প্রত্যয়নপত্র প্রদানের অনুরোধ প্রাপ্তির ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে এমআরএ ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বিষয়ক প্রত্যয়নপত্র সরবরাহ করবে;

(চ) অথায়নকার্রী ব্যাংক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য যেমন পরিশোধের সক্ষমতা, আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে সন্তুষ্ট হয়ে এ স্কিমের আওতায় অর্থায়ন,ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ, তদারকি এবং আদায়ের বিষয়ে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা চুক্তি সম্পাদন করবে;

(ছ) এ স্কিমের আওতায় কোন একটি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র একটি ব্যাংক হতেই অর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। এক্ষেত্রে, ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক 'অন্য কোন ব্যাংক হতে এ স্কিমের আওতায় কোন অর্থায়ন গ্রহণ করা হয়নি' মর্মে অর্থায়নকারী ব্যাংকে একটি প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে।

৬. **স্কিমের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রাপ্তির যোগ্য গ্রাহক** ঃ

(ক) 'নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী' অর্থাৎ স্থানীয়ভাবে কৃষি এবং বিভিন্ন আয় উৎসারী কর্মকান্ডে নিয়োজিত বিভিন্ন শ্রেণী/পেশার স্থানীয় উদ্যোক্তা ও পেশাজীবী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;

(খ) অতিদরিদ্র, দরিদ্র অথবা কোন অনগ্রসর গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তি এবং অসহায়/নিগৃহীত নারী সদস্যগণ এ ঋণ/বিনিয়োগ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবেন।

৭. **ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণ বিনিয়োগ বিতরণের শর্তাবলী** ঃ

(ক) ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজস্ব নীতিমালার পাশাপাশি গ্রাহকের বিগত এক বছরের আয়বর্ধক কর্মকান্ড বিবেচনায় নিয়ে এ স্কিমের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ করবে;

(খ) কেবল ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সমিতিভুক্ত কোন সদস্যকেই এই ঋণ/বিনিয়োগ প্রদান করা যাবে;

(গ) করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ও বিস্তারজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এমন গ্রাহকগণ অগ্রাধিকার পাবেন;

(ঘ) এ স্কিমের আওতায় গৃহীত ঋণ/বিনিয়োগের অর্থ দিয়ে গ্রাহকের বিদ্যমান অন্য কোন ঋণ/বিনিয়োগ সমন্বয় করা যাবে না;

(ঙ) নতুন ক্ষুদ্র ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতাদের সুযোগ প্রদানের জন্য এ স্কিমের আওতায় কোন ঋণ/বিনিয়োগ নবায়ন করা যাবে না। তবে, ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতার লেনদেন সন্তোষজনক হলে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ঋণ/বিনিয়োগ নীতিমালার আওতায় নিজস্ব তহবিল হতে তা নবায়ন করতে পারবে;

(চ) নিজ বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের ঋণ/বিনিয়োগ খেলাপি কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে এ স্কিমের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ প্রদান করা যাবে না।

৮. **গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ** ঃ এ স্কিমের আওতায় নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণকে তাদের আয় উৎসারী কর্মকান্ড পরিচালনা/সচল করার জন্য প্রদেয় ঋণ/বিনিয়োগসীমা হবে নিম্নরূঃপঃ

(ক) ক্ষুদ্রঋণ/বিনিয়োগ ঃ একক গ্রাহকের ক্ষেত্রে ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ হবে সর্বোচ্চ ৭৫.০০ (পঁচাত্তর) হাজার টাকা এবং আয় উৎসারী কর্মকান্ডে অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গ (Group of Persons) এর সমন্বয়ে গঠিত গ্রুপভিত্তিক অর্থায়নের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ০৫ (পাঁচ) সদস্যবিশিষ্ট গ্রুপের অনুকূলে/বিনিয়োগের ঋণ পরিমাণ হবে সর্বোচ্চ ৩.০০ (তিন) লক্ষ টাকা;

(খ) ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ /বিনিয়োগ ঃ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ/বিনিয়োগের আওতায় এককভাবে সর্বোচ্চ ১০.০০ (দশ) লক্ষ টাকা এবং যৌথ প্রকল্পের আওতায় ব্যক্তিবর্গ (Group of Persons) এর সমন্বয়ে গঠিত গ্রুপভিত্তিক অর্থায়নের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ০৫ (পাঁচ) সদস্যবিশিষ্ট গ্রুপের অনুকূলে ঋণ /বিনিয়োগের পরিমাণ হবে সর্বোচ্চ ৩০.০০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকা;

(গ) গ্রুপের সদস্য সংখ্যা বেশি হলে ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাবে। গ্রুপ গঠন এবং এর কার্যাদি পরিচালনার বিষয়ে সকল সদস্যগণের মধ্যে এ সংক্রান্ত একটি চুক্তি থাকতে হবে;

(ঘ) কোন ব্যক্তি ক্ষুদ্র ঋণ/বিনিয়োগ এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ/বিনিয়োগ-এর মধ্যে যে কোন একটি একক অথবা গ্রুপভুক্ত ঋণ/বিনিয়োগ পাওয়ার জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন।

৯. **ব্যাংক কর্তৃক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে অর্থায়নের সীমা** ঃ কোন ব্যাংক কর্তৃক কোন একটি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ অর্থায়নের পরিমাণ হবে সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিগত তিন বছরের বিতরণকৃত গড় ঋণ/বিনিয়োগের ৩০% অথবা আলোচ্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিমে মোট তহবিলের (৩,০০০ কোটি টাকা) ২%, এর মধ্যে যা কম। তবে, অর্থায়নের এ সীমা চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তার নিরিখে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের আবেদনের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিবর্তন করা যেতে পারে।

১০. **ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রাপ্ত তহবিলের খাত ভিত্তিক বিভাজন** ঃ এ স্কিমের আওতায় কোন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংশ্লিষ্ট অর্থায়নকারী ব্যাংক হতে প্রাপ্ত মোট তহবিলের ৭৫% ক্ষুদ্রঋণ/বিনিয়োগ খাতে এবং ২৫% ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ/বিনিয়োগ খাতে বিতরণ করতে হবে।

১১. **পুনঃঅর্থায়ন প্রক্রিয়া** ঃ

(ক) সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরকারী ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ অর্থায়নে আগ্রহী তফসিলি ব্যাংকে ঋণ/বিনিয়োগের চাহিদা জানিয়ে তহবিল প্রাপ্তির জন্য আবেদন করবে। ব্যাংক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের চাহিদার ভিত্তিতে অর্থায়ন করবে। অর্থায়ন প্রাপ্তির পর ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ করবে।

(খ) পুনঃঅর্থায়ন প্রাপ্তির লক্ষ্যে অর্থায়নকারী ব্যাংক নির্ধারিত উপায়ে (সংযুক্ত ছক-১ মোতাবেক, প্রয়োজনীয় তথ্য/দলিলাদিসহ) প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে মহাব্যবস্থাপক, ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট বরাবরে আবেদন করবে। অর্থায়নকারী ব্যাংকের আবেদনের ভিত্তিতে এ স্কিম হতে পুনঃঅর্থায়ন করা হবে। পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা তহবিলের পর্যাপ্ততার ভিত্তিতে প্রদেয় হবে।

চলমান পাতা-৩

১২. **গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদ** ঃ এ স্কিমের আওতায় গ্রাহক পর্যায়ে প্রদেয় ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদ গ্রাহকের পেশা, ব্যবসার ধরণ, টার্নওভার, ফসল উৎপাদনের পঞ্জিকা (Crop Calendar) অনুযায়ী নির্ধারণ করা যাবে। গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদ হবে নিম্নরূপঃ

(ক) ক্ষুদ্র ঋণ/বিনিয়োগের ক্ষেত্রে (একক ও গ্রুপভুক্ত উভয় ক্ষেত্রে) ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদ হবে বিতরণের তারিখ হতে গ্রেস পিরিয়ডসহ সর্বোচ্চ ১ (এক)বছর;

(খ) ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পর্যায়ে (একক ও গ্রুপভুক্ত উভয় ক্ষেত্রে) ঋণ/বিনিয়োগ মেয়াদ হবে গ্রেস পিরিয়ডসহ সর্বোচ্চ ০২ (দুই) বছর। তবে, এক্ষেত্রে একজন একক উদ্যোক্তা বা একটি গ্রুপ শুধুমাত্র একটি ক্যাটাগরিতে (ক্ষুদ্র ঋণ/বিনিয়োগ বা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা) এ স্কিমের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ প্রাপ্য হবেন।

১৩. **ব্যাংক ও ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে সুদ/মুনাফার হার** ঃ

(ক) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অর্থায়নকারী ব্যাংকের অনুকূলে প্রদত্ত পুনঃঅর্থায়নের বিপরীতে সুদ/মুনাফার হার হবে বার্ষিক ১%;

(খ) অর্থায়নকারী ব্যাংক কর্তৃক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রদত্ত অর্থায়নের বিপরীতে সুদ/মুনাফার হার হবে বার্ষিক ৩.৫%।

১৪. **গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগের সুদ/মুনাফার হার ও অন্যান্য ফি/খরচ** ঃ

(ক) গ্রাহক পর্যায়ে বার্ষিক সুদ/মুনাফা/সার্ভিস চার্জের হার হবে সর্বোচ্চ ৯%; যা ক্রমহ্রাসমান স্থিতি পদ্ধতিতে হিসাবায়ন করতে হবে;

(খ) এমআরএ-এর ০৪ মে ২০১৪ তারিখের সার্কুলার লেটার নং-রেগু-২৩ এ বর্ণিত ভর্তি ফি, পাস বই, ঋণ ফরম এবং নন-জুডিশিয়াল স্টাম্পে অঙ্গীকারনামার খরচ ব্যতীত অন্য কোন চার্জ/ফি আদায় করা যাবে না।

১৫ আদায় ঃ

(ক) ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান গ্রাহকের নিকট থেকে সাপ্তাহিক/মাসিক কিস্তিতে ঋণ/বিনিয়োগের অর্থ আদায় করবে;

(খ) অর্থায়নকারী ব্যাংক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত তহবিল আদায়ের ক্ষেত্রে ০৩ (তিন) মাসের গ্রেস পিরিয়ড প্রদান করবে;

(গ) অর্থায়নকারী ব্যাংক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অর্থায়নকৃত অর্থ আদায় করবে;

(ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অর্থায়নকারী ব্যাংকের অনুকূলে পুনঃঅর্থায়নকৃত অর্থ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে আদায় করা হবে; যা পরিশোধসূচী অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখে সুদ/মুনাফাসহ বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের চলতি হিসাব থেকে আদায়/কর্তন করা হবে;

(ঙ) গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগ আদায়ের সকল দায়-দায়িত্ব ও ঝুঁকি ঋণ/বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান এবং অর্থায়নকারী ব্যাংক বহন করবে। উক্ত ঋণ/বিনিয়োগ আদায়ের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনাকে সম্পর্কিত করা যাবে না।

১৬. **ফোকাল পয়েন্ট** ঃ এ পুনঃঅর্থায়ন স্কিম সংক্রান্ত বিষয়ে এমআরএ, অর্থায়নকারী ব্যাংক এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একজন করে ফোকাল পয়েন্ট মনোনীত করবে।

১৭. **অন্যান্য** ঃ

(ক) ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান গ্রাহকের আয় উৎসারী কর্মকান্ড নিয়মিত পরিবীক্ষণ করবে। গ্রাহকের সম্মতিতে, প্রয়োজনবোধে বীমার আওতাভুক্ত করবে;

(খ) ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ এবং আদায়ের সমর্থনে গ্রাহকের অনুকূলে পাস বই সরবরাহ করবে;

(গ) ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান এ স্কিমের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ প্রদানের জন্য অনধিক ২ (দুই) পৃষ্ঠার ঋণ/বিনিয়োগ ফরম প্রচলন করতে পারবে;

(ঘ) ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান গ্রাহকের ঋণ/বিনিয়োগ আবেদনের সাথে জাতীয় পরিচয়পত্রে কপি, সত্যায়িত ছবি ও অন্যান্য কাগজপত্র সংরক্ষণ করবে; যা বাংলাদেশ ব্যাংক, এমআরএ কিংবা অর্থায়নকারী ব্যাংকের পরিদর্শন/যাচাইকালে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান চাহিদামাত্র সরবরাহ করবে;

(ঙ) বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুরোধক্রমে এমআরএ কিংবা অর্থায়নকারী ব্যাংক প্রয়োজনীয় সংখ্যক ঋণ/বিনিয়োগ সরেজমিনে পরিদর্শন/যাচাই করতে পারবে। পরিদর্শন/যাচাইকালে বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগে অনিয়ম বা সদ্ব্যবহার হয়নি মর্মে উদ্‌ঘাটিত হলে পরিদর্শন/যাচাইকালে প্রাপ্ত এরূপ তথ্যের ভিত্তিতে শতকরা হার অনুযায়ী পুনঃঅর্থায়নকৃত অর্থের উপর ২% হারে দন্ডসুদ/অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ আরোপিত হবে; যা এককালীন বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত অর্থায়নকারী ব্যাংকের চলতি হিসাব হতে কর্তন করা হবে। সেক্ষেত্রে, অর্থায়নকারী ব্যাংকও ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান হতে অনুরূপ দন্ডসুদ/অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ আদায় করতে পারবে;

(চ) খেলাপী ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা এ স্কিমের আওতায় কোন ঋণ/বিনিয়োগ পাওয়ার যোগ্য হবেন না। ঋণ/বিনিয়োগ প্রদানের পূর্বে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান বিষয়টি নিশ্চিত করবে এবং গ্রাহকের নিকট থেকে এ বিষয়ক অঙ্গীকার গ্রহণ করবে;

(ছ) যদি কোন গ্রাহক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণ/বিনিয়োগের অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হন, তাহলে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়মে তাকে খেলাপী হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে;

(জ) অর্থায়নকারী ব্যাংক কর্তৃক প্রথমবার পুনঃঅর্থায়নের জন্য মহাব্যবস্থাপক, ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট বরাবরে আবেদনের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত সমঝোতা চুক্তির কপি প্রেরণ করতে হবে;

চলমান পাতা-৪

(ঝ) অর্থায়নকারী ব্যাংক কর্তৃক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে (ত্রৈমাসিক শেষ হবার ১০ কর্মদিবসের মধ্যে) এ স্কিমের আওতায় অর্থায়ন সংক্রান্ত একটি বিবরণী (ছক-২) (সফট কপি) মহাব্যবস্থাপক, ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট বরাবরে দাখিল করতে হবে; এবং

(ঞ) বাংলাদেশ ব্যাংক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম সংক্রান্ত উল্লিখিত নীতিমালার শর্তাদি সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জনকরার অধিকার সংরক্ষণ করে।

ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জনস্বার্থে এ নির্দেশনা জারী করা হলো।
এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

০৩। এমতাবস্থায়, নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) এর প্রাদুর্ভাবের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক কর্মকান্ড চলমান রাখা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকার ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট এর ২০.০৪.২০২০ তারিখের এফআইডি সার্কুলার নং-০১/২০২০ অপর পৃষ্ঠায় হুবহু পুনঃমুদ্রণ করা হলো। প্রদত্ত সার্কুলারের নির্দেশনা পরিপালনের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা গেল।

অনুমোদনক্রমে-

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

আপনার বিশ্বস্ত
০৩/০৫/২০২০
(মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
(বিভাগীয় দায়িত্বে)
ফোনঃ ৯৫৫০৪০৩

নং-বিকেবি-প্রকা/ক্রেবি(শাখা-৩)প্রক্রেবি-৩(৩৯)/২০১৯-২০২০/ ১২২৬(১২৫০) তারিখঃ ০৩.০৫.২০২০

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-১, ২, ৩ মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৪। অধ্যক্ষ, বিকেবি, স্টাফ কলেজ, মিরপুর, ঢাকা।
০৫। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক/সচিব, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৬। উপ-মহাব্যবস্থাপক, আইসিটি সিস্টেমস, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। **উপরোক্ত পরিপত্রটি ব্যাংকের অফিসিয়াল ওয়েব সাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।**
০৭। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
০৮। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি, আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
০৯। নথি/মহানথি।

০৩/০৫/২০২০
(মোঃ এনামুল হোসেন)
উর্ধ্বতন মুখ্য কর্মকর্তা

বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
www.bb.org.bd

এফআইডি সার্কুলার নং-০১/২০২০

তারিখ: ০৭ বৈশাখ ১৪২৭
২০ এপ্রিল ২০২০

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক

প্রিয় মহোদয়,

নভেল করোনা ভাইরাসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম, ২০২০।

নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) এর প্রাদুর্ভাবের কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এর ফলে দেশের নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণ তাদের আয় উৎসারী কর্মকান্ড পরিচালনা করতে পারছেন না। গ্রামীণ অর্থনীতিতে দেশের নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অবদান অনস্বীকার্য। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের মাধ্যমে করোনা ভাইরাসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক কর্মকান্ড চলমান রাখা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিম (Revolving Refinance Scheme) গঠন করা হয়েছে। উক্ত পুনঃঅর্থায়ন স্কিম সংক্রান্ত বিস্তারিত নীতিমালা নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

১. **স্কিমের নাম ঃ** এ স্কিমের নাম হবে "নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম, ২০২০"।

২. **তহবিলের উৎস ও পরিমাণ ঃ** বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল; ৩,০০০ (তিন হাজার) কোটি টাকা। তবে, প্রয়োজনীয়তার নিরিখে বাংলাদেশ ব্যাংক এ তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারবে।

৩. **স্কিমের মেয়াদ ঃ** এ স্কিমের মেয়াদ হবে ৩ (তিন) বছর।

৪. **অর্থায়নকারী ব্যাংক ঃ** বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক এ স্কিমের আওতায় অর্থায়নকারী ব্যাংক হিসেবে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। এ লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানে অর্থায়নে আগ্রহী তফসিলি ব্যাংককে বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট-এর সাথে একটি অংশগ্রহণমূলক চুক্তি (Participation Agreement) সম্পাদন করতে হবে।

৫. **ব্যাংক কর্তৃক অর্থায়নের জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান নির্বাচন ঃ**

(ক) এ স্কিমের আওতায় ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ (এমএফআই) গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ করবে। তফসিলি ব্যাংকে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান নির্বাচনপূর্বক তাদের অনুকূলে অর্থায়ন করবে;

(খ) মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) হতে সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে;

(গ) অর্থায়নকারী ব্যাংকে কর্তৃক এমআরএ হতে আবেদনকারী ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের ঋণ/বিনিয়োগ প্রাপ্তির সক্ষমতা বিষয়ক প্রত্যয়নপত্র গ্রহণ করতে হবে;

(ঘ) প্রত্যয়নপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে এমআরএ বিদ্যমান বিধি-বিধান পরিপালনে প্রতিষ্ঠানের নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনান্তে প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বিষয়ক প্রত্যয়নপত্র প্রদান করবে ঃ

- নিয়মিত ষাণ্মাসিক/মাসিক প্রতিবেদন দাখিল;
- মোট উদ্বৃত্তের ১০% দ্বারা সংরক্ষিত তহবিল গঠন;
- মোট সঞ্চয়ের ১৫% তারল্য হিসাবে সংরক্ষণ;
- ঋণ/বিনিয়োগ ক্ষতি সঞ্চিতি সংরক্ষণ;
- দায় (সঞ্চয়, গৃহীত ঋণ/বিনিয়োগ) ও সম্পদ (ঋণ/বিনিয়োগ স্থিতি) এর অনুপাত এবং সার্ভিস চার্জ আয় ও বেতন-ভাতার অনুপাতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সক্ষমতা;
- একই অঞ্চলে এ ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধার আওতায় অর্থায়নপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা;
- ব্যাংক ও অন্যান্য উৎস হতে গৃহীত ঋণ/বিনিয়োগ নিয়মিত ফেরত প্রদান;
- সুশাসন ইত্যাদি;

(ঙ) অর্থায়নকারী ব্যাংক হতে প্রত্যয়নপত্র প্রদানের অনুরোধ প্রাপ্তির ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে এমআরএ ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বিষয়ক প্রত্যয়নপত্র সরবরাহ করবে;

(চ) অর্থায়নকারী ব্যাংক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য যেমন পরিশোধের সক্ষমতা, আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে সন্তুষ্ট হয়ে এ স্কিমের আওতায় অর্থায়ন, ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ, তদারকি এবং আদায়ের বিষয়ে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা চুক্তি সম্পাদন করবে;

(ছ) এ স্কিমের আওতায় কোন একটি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র একটি ব্যাংক হতেই অর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। এক্ষেত্রে, ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক 'অন্য কোন ব্যাংক হতে এ স্কিমের আওতায় কোন অর্থায়ন গ্রহণ করা হয়নি' মর্মে অর্থায়নকারী ব্যাংককে একটি প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে।

৬. স্কিমের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রাপ্তির যোগ্য গ্রাহক ঃ

(ক) 'নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী' অর্থাৎ স্থানীয়ভাবে কৃষি এবং বিভিন্ন আয় উৎসারী কর্মকান্ডে নিয়োজিত বিভিন্ন শ্রেণী/পেশার স্থানীয় উদ্যোক্তা ও পেশাজীবী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;

(খ) অতিদরিদ্র, দরিদ্র অথবা কোন অনগ্রসর গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তি এবং অসহায়/নিগৃহীত নারী সদস্যগণ এ ঋণ/বিনিয়োগ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবেন।

৭. ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণ বিনিয়োগ বিতরণের শর্তাবলী ঃ

(ক) ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজস্ব নীতিমালার পাশাপাশি গ্রাহকের বিগত এক বছরের আয়বর্ধক কর্মকান্ড বিবেচনায় নিয়ে এ স্কিমের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ করবে;

(খ) কেবল ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সমিতিভুক্ত কোন সদস্যকেই এই ঋণ/বিনিয়োগ প্রদান করা যাবে;

(গ) করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ও বিস্তারজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এমন গ্রাহকগণ অগ্রাধিকার পাবেন;

(ঘ) এ স্কিমের আওতায় গৃহীত ঋণ/বিনিয়োগের অর্থ দিয়ে গ্রাহকের বিদ্যমান অন্য কোন ঋণ/বিনিয়োগ সমন্বয় করা যাবে না;

(ঙ) নতুন ক্ষুদ্র ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতাদের সুযোগ প্রদানের জন্য এ স্কিমের আওতায় কোন ঋণ/বিনিয়োগ নবায়ন করা যাবে না। তবে, ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতার লেনদেন সন্তোষজনক হলে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ঋণ/বিনিয়োগ নীতিমালার আওতায় নিজস্ব তহবিল হতে তা নবায়ন করতে পারবে;

(চ) নিজ বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের ঋণ/বিনিয়োগ খেলাপি কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে এ স্কিমের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ প্রদান করা যাবে না।

৮. গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ ঃ এ স্কিমের আওতায় নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণকে তাদের আয় উৎসারী কর্মকান্ড পরিচালনা/সচল করার জন্য প্রদেয় ঋণ/বিনিয়োগসীমা হবে নিম্নরূপঃ

(ক) ক্ষুদ্র ঋণ/বিনিয়োগ ঃ একক গ্রাহকের ক্ষেত্রে ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ হবে সর্বোচ্চ ৭৫.০০ (পঁচাত্তর) হাজার টাকা এবং আয় উৎসারী কর্মকান্ডে অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গ (Group of Persons) এর সমন্বয়ে গঠিত গ্রুপভিত্তিক অর্থায়নের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ০৫ (পাঁচ) সদস্যবিশিষ্ট গ্রুপের অনুকূলে ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ হবে সর্বোচ্চ ৩.০০ (তিন) লক্ষ টাকা;

(খ) ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ/বিনিয়োগ ঃ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ/বিনিয়োগের আওতায় এককভাবে সর্বোচ্চ ১০.০০ (দশ) লক্ষ টাকা এবং যৌথ প্রকল্পের আওতায় ব্যক্তিবর্গ (Group of Persons) এর সমন্বয়ে গঠিত গ্রুপভিত্তিক অর্থায়নের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ০৫ (পাঁচ) সদস্যবিশিষ্ট গ্রুপের অনুকূলে ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ হবে সর্বোচ্চ ৩০.০০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকা;

(গ) গ্রুপের সদস্য সংখ্যা বেশি হলে ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাবে। গ্রুপ গঠন এবং এর কার্যাদি পরিচালনার বিষয়ে সকল সদস্যগণের মধ্যে এ সংক্রান্ত একটি চুক্তি থাকতে হবে;

(ঘ) কোন ব্যক্তি ক্ষুদ্র ঋণ/বিনিয়োগ এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ/বিনিয়োগ-এর মধ্যে যে কোন একটি একক অথবা গ্রুপভুক্ত ঋণ/বিনিয়োগ পাওয়ার জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন।

৯. ব্যাংক কর্তৃক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে অর্থায়নের সীমা ঃ কোন ব্যাংক কর্তৃক কোন একটি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ অর্থায়নের পরিমাণ হবে সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিগত তিন বছরের বিতরণকৃত গড় ঋণ/বিনিয়োগের ৩০% অথবা আলোচ্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিমে মোট তহবিলের (৩,০০০ কোটি টাকা) ২%, এর মধ্যে যা কম। তবে, অর্থায়নের এ সীমা চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তার নিরিখে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের আবেদনের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিবর্তন করা যেতে পারে।

১০. ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রাপ্ত তহবিলের খাতভিত্তিক বিভাজন ঃ এ স্কিমের আওতায় কোন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংশ্লিষ্ট অর্থায়নকারী ব্যাংক হতে প্রাপ্ত মোট তহবিলের ৭৫% ক্ষুদ্র ঋণ/বিনিয়োগ খাতে এবং ২৫% ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ/বিনিয়োগ খাতে বিতরণ করতে হবে।

১১. পুনঃঅর্থায়ন প্রক্রিয়া ঃ

(ক) সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরকারী ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ অর্থায়নে আগ্রহী তফসিলি ব্যাংকে ঋণ/বিনিয়োগের চাহিদা জানিয়ে তহবিল প্রাপ্তির জন্য আবেদন করবে। ব্যাংক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের চাহিদার ভিত্তিতে অর্থায়ন করবে। অর্থায়ন প্রাপ্তির পর ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ করবে।

(খ) পুনঃঅর্থায়ন প্রাপ্তির লক্ষ্যে অর্থায়নকারী ব্যাংক নির্ধারিত উপায়ে (সংযুক্ত ছক-১ মোতাবেক, প্রয়োজনীয় তথ্য/দলিলাদিসহ) প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে মহাব্যবস্থাপক, ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট বরাবরে আবেদন করবে। অর্থায়নকারী ব্যাংকের আবেদনের ভিত্তিতে এ স্কিম হতে পুনঃঅর্থায়ন করা হবে। পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা তহবিলের পর্যাপ্ততার ভিত্তিতে প্রদেয় হবে।

১২. গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদ ঃ

এ স্কিমের আওতায় গ্রাহক পর্যায়ে প্রদেয় ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদ গ্রাহকের পেশা, ব্যবসার ধরণ, টার্নওভার, ফসল উৎপাদনের পঞ্জিকা (Crop Calendar) অনুযায়ী নির্ধারণ করা যাবে। গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদ হবে নিম্নরূপঃ

(ক) ক্ষুদ্র ঋণ/বিনিয়োগের ক্ষেত্রে (একক ও গ্রুপভুক্ত উভয় ক্ষেত্রে) ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদ হবে বিতরণের তারিখ হতে গ্রেস পিরিয়ডসহ সর্বোচ্চ ১ (এক) বছর;

(খ) ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পর্যায়ে (একক ও গ্রুপভুক্ত উভয় ক্ষেত্রে) ঋণ/বিনিয়োগ মেয়াদ হবে গ্রেস পিরিয়ডসহ সর্বোচ্চ ০২ (দুই) বছর। তবে, এক্ষেত্রে একজন একক উদ্যোক্তা বা একটি গ্রুপ শুধুমাত্র একটি ক্যাটাগরিতে (ক্ষুদ্র ঋণ/বিনিয়োগ বা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা) এ স্কিমের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ প্রাপ্য হবেন।

১৩. ব্যাংক ও ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে সুদ/মুনাফার হার ঃ

(ক) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অর্থায়নকারী ব্যাংকের অনুকূলে প্রদত্ত পুনঃঅর্থায়নের বিপরীতে সুদ/মুনাফার হার হবে বার্ষিক ১%;

(খ) অর্থায়নকারী ব্যাংক কর্তৃক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রদত্ত অর্থায়নের বিপরীতে সুদ/মুনাফার হার হবে বার্ষিক ৩.৫%।

১৪. গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগের সুদ/মুনাফার হার ও অন্যান্য ফি/খরচ ঃ

(ক) গ্রাহক পর্যায়ে বার্ষিক সুদ/মুনাফা/সার্ভিস চার্জের হার হবে সর্বোচ্চ ৯%; যা ক্রমহ্রাসমান স্থিতি পদ্ধতিতে হিসাবায়ন করতে হবে;

(খ) এমআরএ-এর ০৪ মে ২০১৪ তারিখের সার্কুলার লেটার নং-রেগু-২৩ এ বর্ণিত ভর্তি ফি, পাস বই, ঋণ ফরম এবং নন-জুডিশিয়াল স্টাম্পে অঙ্গীকারনামার খরচ ব্যতীত অন্য কোন চার্জ/ফি আদায় করা যাবে না।

১৫. আদায় ঃ

(ক) ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান গ্রাহকের নিকট থেকে সাপ্তাহিক/মাসিক কিস্তিতে ঋণ/বিনিয়োগের অর্থ আদায় করবে;

(খ) অর্থায়নকারী ব্যাংক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত তহবিল আদায়ের ক্ষেত্রে ০৩ (তিন) মাসের গ্রেস পিরিয়ড প্রদান করবে;

(গ) অর্থায়নকারী ব্যাংক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অর্থায়নকৃত অর্থ আদায় করবে;

(ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অর্থায়নকারী ব্যাংকের অনুকূলে পুনঃঅর্থায়নকৃত অর্থ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে আদায় করা হবে; যা পরিশোধসূচী অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখে সুদ/মুনাফাসহ বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের চলতি হিসাব থেকে আদায়/কর্তন করা হবে;

(ঙ) গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগ আদায়ের সকল দায়-দায়িত্ব ও ঝুঁকি ঋণ/বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান এবং অর্থায়নকারী ব্যাংক বহন করবে। উক্ত ঋণ/বিনিয়োগ আদায়ের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনাকে সম্পর্কিত করা যাবে না।

১৬. ফোকাল পয়েন্ট ঃ এ পুনঃঅর্থায়ন স্কিম সংক্রান্ত বিষয়ে এমআরএ, অর্থায়নকারী ব্যাংক এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একজন করে ফোকাল পয়েন্ট মনোনীত করবে।

১৭. অন্যান্য ঃ

(ক) ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান গ্রাহকের আয় উৎসারী কর্মকান্ড নিয়মিত পরিবীক্ষণ করবে। গ্রাহকের সম্মতিতে, প্রয়োজনবোধে বীমার আওতাভুক্ত করবে;

(খ) ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ এবং আদায়ের সমর্থনে গ্রাহকের অনুকূলে পাস বই সরবরাহ করবে;

(গ) ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান এ স্কিমের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ প্রদানের জন্য অনধিক ২ (দুই) পৃষ্ঠার ঋণ/বিনিয়োগ ফরম প্রচলন করতে পারবে;

(ঘ) ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান গ্রাহকের ঋণ/বিনিয়োগ আবেদনের সাথে জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি, সত্যায়িত ছবি ও অন্যান্য কাগজপত্র সংরক্ষণ করবে; যা বাংলাদেশ ব্যাংক, এমআরএ কিংবা অর্থায়নকারী ব্যাংকের পরিদর্শন/যাচাইকালে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান চাহিদামাত্র সরবরাহ করবে;

(ঙ) বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুরোধক্রমে এমআরএ কিংবা অর্থায়নকারী ব্যাংক প্রয়োজনীয় সংখ্যক ঋণ/বিনিয়োগ সরেজমিনে পরিদর্শন/যাচাই করতে পারবে। পরিদর্শন/যাচাইকালে বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগে অনিয়ম বা সদ্ব্যবহার হয়নি মর্মে উদ্‌ঘাটিত হলে পরিদর্শন/যাচাইকালে প্রাপ্ত এরূপ তথ্যের ভিত্তিতে শতকরা হার অনুযায়ী পুনঃঅর্থায়নকৃত অর্থের উপর ২% হারে দন্ডসুদ/অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ আরোপিত হবে; যা এককালীন বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত অর্থায়নকারী ব্যাংকের চলতি হিসাব হতে কর্তন করা হবে। সেক্ষেত্রে, অর্থায়নকারী ব্যাংকও ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান হতে অনুরূপ দন্ডসুদ/অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ আদায় করতে পারবে;

(চ) খেলাপী ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা এ স্কিমের আওতায় কোন ঋণ/বিনিয়োগ পাওয়ার যোগ্য হবেন না। ঋণ/বিনিয়োগ প্রদানের পূর্বে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান বিষয়টি নিশ্চিত করবে এবং গ্রাহকের নিকট থেকে এ বিষয়ক অঙ্গীকার গ্রহণ করবে;

(ছ) যদি কোন গ্রাহক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণ/বিনিয়োগের অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হন, তাহলে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়মে তাকে খেলাপী হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে;

(জ) অর্থায়নকারী ব্যাংক কর্তৃক প্রথমবার পুনঃঅর্থায়নের জন্য মহাব্যবস্থাপক, ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট বরাবরে আবেদনের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত সমঝোতা চুক্তির কপি প্রেরণ করতে হবে;

(ঝ) অর্থায়নকারী ব্যাংক কর্তৃক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে (ত্রৈমাসিক শেষ হবার ১০ কর্মদিবসের মধ্যে) এ স্কিমের আওতায় অর্থায়ন সংক্রান্ত একটি বিবরণী (ছক-২) (সফট কপি) মহাব্যবস্থাপক, ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট বরাবরে দাখিল করতে হবে; এবং

(ঞ) বাংলাদেশ ব্যাংক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম সংক্রান্ত উল্লিখিত নীতিমালার শর্তাদি সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জন করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জনস্বার্থে এ নির্দেশনা জারী করা হলো।
এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

20-8-2020

(মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম)
মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ০২-৯৫৩০৫৪৩
ইমেইলঃ anwar.islam@bb.org.bd

সংযোজনী ঃ বর্ণনা মোতাবেক।

(ছক-১)

অর্থায়নকারী ব্যাংক কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন আবেদনের নমুনা

সূত্রঃ ---------- তারিখঃ----------

মহাব্যবস্থাপক
ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

প্রিয় মহোদয়,

নভেল করোনা ভাইরাসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম, ২০২০ হতে পুনঃঅর্থায়ন প্রাপ্তির আবেদন।

শিরোনামোক্ত বিষয়ে ২০ এপ্রিল ২০২০ তারিখে জারিকৃত এফআইডি সার্কুলার নং-০১/২০২০ এর নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক অত্র ব্যাংকের সাথে চুক্তিবদ্ধ ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান ----------(ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের নাম) কর্তৃক নির্বাচিত গ্রাহকের অনুকূলে --/২০২০ (মাসের নাম) এ মোট ----টি ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে আমাদের ব্যাংক কর্তৃক মোট---------- টাকা অর্থায়ন করা হয়েছে। আলোচ্য অর্থায়ন অনুমোদন এবং ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণে সার্কুলারে উল্লিখিত সকল নির্দেশনাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। উক্ত অর্থায়নের বিপরীতে বর্ণিত পুনঃঅর্থায়ন স্কিম হতে পুনঃঅর্থায়ন প্রাপ্তির লক্ষ্যে বিস্তারিত তথ্য এতদসঙ্গে দাখিল করা হলো।

অনুগ্রহপূর্বক অত্র ব্যাংকের অনুকূলে মোট ----------টাকা (কথায়----------) পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করে বাধিত করবেন।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(----------)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক/বিভাগীয় প্রধান
ঠিকানাঃ----------
ফোনঃ ----------
ই-মেইলঃ----------

সংযোজনীঃ

১। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগ বিবরণী।
২। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্রের কপি (প্রথমবার আবেদনের ক্ষেত্রে)।
৩। ডিপি নোট।

নভেল করোনা ভাইরাসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের
জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম, ২০২০ এর আওতায় ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগ বিবরণী।

অর্থায়নকারী ব্যাংকের নামঃ----------

ঋণ/বিনিয়োগ প্রদানকারী ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ----------

মাসের নামঃ----------

ক্রমিক নং	গ্রাহকের নাম	লিঙ্গ (পুরুষ/মহিলা/তৃতীয়)	মোবাইল নম্বর	জাতীয় পরিচয়পত্র নং	বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ (টাকা)	বিতরণের তারিখ	গ্রাহক পর্যায়ে সুদের/মুনাফার হার	মেয়াদ	খাত/উদ্দেশ্য	ঋণের বিপরীতে সম্ভাব্য নতুন কর্মসংস্থানের পরিমাণ		
										পুরুষ	মহিলা	৩য় লিঙ্গ
মোট												

* প্রতিটি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের জন্য পৃথক বিবরণী প্রেরণ করতে হবে।

অনুমোদিত কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীল
ফোন নম্বর
ইমেইল

(ছক-২)

অর্থায়নকারী ব্যাংক কর্তৃক প্রেরিতব্য ত্রৈমাসিক বিবরণী

অর্থায়নকারী ব্যাংকের নাম ঃ----------

বিবরণীর সময়কাল (ত্রৈমাসের নাম) ঃ----------

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	ঋণ/বিনিয়োগ প্রদানকারী ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের নাম	বর্তমান ত্রৈমাসে						ক্রমপুঞ্জিভূত								
		বিতরণ		আদায়		খেলাপী		বিতরণ		আদায়		খেলাপী		ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে নতুন কর্মসংস্থানের পরিমান		
		সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	পুরুষ	মহিলা	৩য় লিঙ্গ
মোট																

অনুমোদিত কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীল

ফোন নম্বর

ইমেইল